দশম দার্‌স

الدرس العاشر

ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতঃ

ركعتا الفجر

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতও সেই সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যত্ন সহকারে আদায় করেছেন এবং সফরে ও ঘরে অবস্থান করা কালীন কোন সময় তা ত্যাগ করেন নি। যেমন, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, "নবী করীম-ﷺ-সুন্নাত নামাযগুলোর মধ্যে অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের সর্বাধিক যত্ন নিতেন।" (বুখারী ১১৬৩-মুসলিম৭২৪) আর এই দু'রাকআত সুন্নাত সম্পর্কে তিনি-ﷺ-বলেছেন, "এই দু'রাকআত সুন্নাত সারা দুনিয়ার চাইতে আমার কাছে প্রিয়।" (মুসলিম ৭২৫) সুন্নাত হলো, প্রথম রাকআতে 'ক্বুল ইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন' পড়া। দ্বিতীয় রাকআতে 'ক্বুল-হু-ওয়াল্লাহু আহাদ' পড়া। অনুরূপ এই দু'রাকআত নামায হাল্কা করে পড়াই সুন্নাত। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হাল্কা করেই পড়েছেন। যে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে এই দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতে পারবে না, সে নামাযের পড়ে তা আদায় করে নিবে। তবে উত্তম হলো, সূর্যোদয়ের পর যখন তা সড়কি পরিমাণ উপরে উঠে যাবে, তখন থেকে নিয়ে সূর্য ঢলার আগে নিষিদ্ধ সময়ের পূর্ব মহূর্ত পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা।

চাশ্‌তের নামায

এটাকেই 'সালাতে আওয়াবীন' বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। বহু হাদীসে এই নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। যেমন, আবূ যার-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তার উপর তার প্রত্যেক জোড়গুলোর জন্য সাদক্বা ওয়াজিব হয়। কাজেই প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয়, প্রত্যেক 'আলহামদু লিল্লাহ' সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবার' সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এ সবের মুকাবিলায় চাশ্‌তের দু'রাকআ'ত নামাযই হয় যথেষ্ট।" (মুসলিম৭২০) অনুরূপ আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো, আমি সেগুলো কখনোও ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো'। (বুখারী ১১৭৮-মুসলিম ৭২১)

এই নামাযের উত্তম সময় হলো, সূর্য অনেকটা উঠে যখন তার তাপ তীব্র হয় এবং সূর্য ঢলে গেলে তার সময় শেষ হয়ে যায়। এই নামাযের কম-সে-কম সংখ্যা হলো দু'রাকআত, বেশীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।